SOME

ANECDOTES FROM THE LIFE OF
RAJA RAM MOHUN ROY.

BY

NONDA MOHUN CHATTERJEE. [illegible]

"Valour is still Value."

মহাত্মা

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয়

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।

শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা

১২ নং পটলডাঙ্গাষ্ট্রীট, মুজাপুর,

বরাট যন্ত্রে,

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৭ সাল।

Price four annas. [illegible]
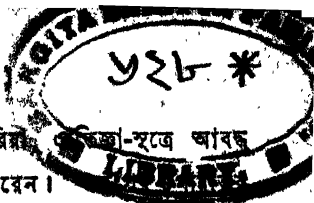
সমীপে অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিষম সমস্যা! কি করেন।
না দেখিয়া সাত পুত্রকে আপন সমীপস্থ হইতে অনুমতি করিলেন এবং আপন অভিমত প্রকাশ করিলেন। একে একে ছয় পুত্রই, পিত্রাজ্ঞা পালন করিয়া কুলধর্ম্মে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। পরিশেষে পঞ্চম পুত্র রামকান্ত, অতীব আগ্রহ সহকারে, পিতৃ-সত্য পালনে স্বীকৃত হন। ব্রজবিনোদ তাঁহার এরূপ সাধুতায় ও ত্যাগস্বীকারে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বৎস তোমারি প্রকৃতি গুণে আমি এ অন্তিম কালের সত্য হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম, আশীর্ব্বাদ করি তুমি, পুত্র পৌত্রাদি লইয়া, পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর; আমার এ অন্তকালের আশীর্ব্বাদে, নিশ্চয় জানিও, তোমার সন্ততিগণই সর্ব্বত্র প্রতিপত্তি লাভ করিবে।" অনন্তর তিনি হরিনাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া লোকান্তরিত হইলেন। ভট্টাচার্য্যও, আশানুরূপ ফল লাভে কৃতকার্য্য হইয়া, সানন্দ মনে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, যথাসময়ে রামকান্তকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই রামকান্তের ঔরসে তারিণী দেবীর গর্ভে রামমোহনের জন্ম হয়।

তারিণী দেবী সচরাচর ফুলঠাকুরাণী নামে খ্যাত ছিলেন।* অতঃপর এই প্রস্তাব মধ্যে তিনি ঐ নামেই উক্ত হইবেন। তিনি অতি বুদ্ধিমতী ও অশেষ গুণবতী রমণী ছিলেন। সুবি-

* হিন্দু পরিবার মধ্যে যেমন জ্যেষ্ঠ, মধ্যম—বড়, মেজো নামে খ্যাত, পঞ্চম সেইরূপ "ফুল" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পঞ্চম পুত্রের স্ত্রী বলিয়া তারিণী দেবীকে সকলে "ফুল বউ" বলিয়া ডাকিত।

খ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আপন জননী সম্বন্ধে বলেন—"তিনি বাহ্য দৃশ্যে স্ত্রী-আকৃতি-বিশিষ্টা ছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে পুরুষাপেক্ষা অণুমাত্র ন্যূন ছিলেন না।" আমাদের দেবী ফুলঠাকুরাণীও এই প্রকৃতির নারী ছিলেন। সৎকার্য্য ব্যতীত আদৌ মন্দ বিষয়ের চর্চ্চা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না। নৃশংসতা ও নীচ প্রকৃতির তিনি বিশেষ বিদ্বেষিণী ছিলেন। মিথ্যা কথা কি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার তিনি কখন সহ্য করিতে পারিতেন না। বাস্তবিক তদীয় সমকালীন স্ত্রী-কুলের মধ্যে তাঁহার ন্যায় গুণশালিনী অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেকেই বলিয়া থাকেন নেপোলিয়ন, মাতার প্রকৃতি গুণেই, এতাধিক বীর্য্যবন্ত হইয়াছিলেন; এ স্থলে অসঙ্কুচিত চিত্তে বলা যায় যে, রামমোহন মাতার গুণেই অসাধারণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া একদা দুঃখসন্তপ্তা ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

ফুল ঠাকুরাণ শাক্তের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন বটে কিন্তু পতি-গৃহে আসিয়াই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইহাতে পরম বৈষ্ণব রামকান্তের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। রামকান্ত শৈশবকাল হইতেই পিতৃধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার পরলোকবাসী পিতৃ-সংপ্রতিষ্ঠিত রাধা গোবিন্দ পদে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া জল গ্রহণ দূরে থাকুক কাহারও সহিত বাক্যালাপও করিতেন না। ব্রজবিনোদ রায় মহাশয় তাঁহার সত্য পালক পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া যান। কিন্তু পরে তাঁহার সকল পুত্রই বিষয়ের সমান অংশ প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। রামকান্ত হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম ইজারা লন। এই সকল কারণে বর্দ্ধমানাধিপের সহিত তাঁহাকে নিয়তই প্রায় কলহে লিপ্ত থাকিতে হইত। এই সময়ে রামমোহনের জন্ম হয়। রামকান্ত বর্দ্ধমানাধিপের অন্যায় ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া সাংসারিক কার্য্যে এক প্রকার বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। এবং একটী তুলসীর উদ্যানে নিয়ত অবস্থান পূর্ব্বক হরিনাম জপ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে দিন যাপন করিতেন এবং সময় মত জমীদারীর কার্য্যও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার পরম বুদ্ধিমতী স্ত্রীর মন্ত্রণা ব্যতীত তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। ফুলঠাকুরাণ রামকান্তের এক প্রকার মন্ত্রী ছিলেন।

একদা তিনি কোন উৎসব উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র রাম-মোহন সমভিব্যাহারে পিত্রালয়ে গমন করেন। রাম-কান্তের ফুলঠাকুরাণী ব্যতীত আরো দুইটী পত্নী ছিল। জগন্মোহন, রামমোহন দুই সহোদর ও রামলোচন নামে তাঁহাদের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু এই সকল বংশ-পরম্পরার বিশদ বর্ণনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়।

ফুলঠাকুরাণ পিতৃভবনে যথা সময়ে উপনীত হইলেন। একদা তাঁহার পিতা, শ্যাম ভট্টাচার্য্য, দেবী-পূজা সমাপ্ত করিয়া সংপূজিত বিল্বদল গ্রহণ পূর্ব্বক দৌহিত্র রামমোহনকে প্রদান করেন। রামমোহন সেইটী চর্ব্বণ করিতেছেন মাত্র ইত্যবসরে ফুলঠাকুরাণ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং রাম মোহনকে বৈষ্ণব-ঘৃণিত বিল্ব-পত্র চর্ব্বণ করিতে দেখিয়া তৎ-

ক্ষণাৎ পুত্রের মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং মহা-কুপিত হইয়া পিতাকে বলিলেন—"কি, আপনি বিষ্ণুপদ-মন্ত্রপূত পবিত্র তুলসীর পরিবর্ত্তে রামমোহনকে বিল্বপত্র চর্ব্বণ করিতে দিয়াছেন ? আশ্চর্য্য ! মাতামহ হইয়া, অবোধ বালকের প্রতি, কিরূপে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন ?" রামমোহনের পিতৃ-মাতৃ-কুল যেরূপ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ফুলঠাকুরাণ শাক্ত সম্প্রদায়ীর রীতি নীতি সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন, একারণ পিত্রালয়ে পুত্রের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতেন ; কিন্তু এদিকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহা গোল বাধাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য কন্যার নিকট এবম্প্রকার তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে বিষম রাগান্বিত হইলেন এবং কন্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"তুই গর্ব্ব করিয়া আমার মন্ত্র-পূত-বিল্বপত্র যে ঘৃণা করিয়া প্রক্ষেপ করিলি ইহাতে নিশ্চয় জানিস্, এ পুত্র লইয়া তুই কখন সুখী হইতে পারিবি না। তোর এই বালক কালে বিধর্ম্মী হইবে।" ইহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে যে স্বধর্ম্মপ্রিয় জননীর হৃদয়ে এই বাক্য কিরূপ শেল-সদৃশ লাগিয়াছিল। যাহা হউক ফুলঠাকুরাণ কঠোর শাপ হইতে নিষ্কৃতিলালসায় পিতৃ-পদে লুণ্ঠিত হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের শাপ কিছুতেই টলিবার নয়, তবে যতই হউক কন্যা ত। ভট্টাচার্য্য কতক তুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু শাপান্তের আর উপায় ছিল না। অনন্তর ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আমার বাক্য নিষ্ফল হইবার নয়, তবে ইহাও নিশ্চয় জানিও যে উত্তর কালে তোমার রামমোহন

রাজপূজ্য ও অসাধারণ লোক বলিয়া খ্যাত হইবে।" এই গল্পটী কতদূর সত্য বলা যায় না; কিন্তু রায়-বংশীয় আবাল বৃদ্ধের নিকট এইরূপ শুনা যায়। অনেকে বলেন, রামমোহন বিলাত গমন কালীন তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট এই গল্পটী করেন।

এই ঘটনার অল্প দিন পরে ফুল ঠাকুরাণ সপুত্র পতিভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং শাপান্তের বিষয় স্বামীর নিকট আমূল বিবৃত করিলেন। রামকান্ত ও ফুলঠাকুরাণ উভয়েই এই সময় হইতে বালক রামমোহনের ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে বিশেষ নজর রাখিতেন। রামমোহন এই সময় পৈতৃক কার্য্যানুসারে পারসী ও আরবী শিক্ষা আরম্ভ করেন। এবং তদানীন্তন প্রথানুসারে পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষায়ও শিখিতে আরম্ভ করেন।

উত্তরকালে যিনি যেরূপ পদবীর লোক হন, শৈশবাবস্থায়ও অনেক স্থলে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ বীর নেপোলিয়ন ও নেল্‌সন আপন আপন পদবীর বাল্যকালে অনেক পরিচয় প্রদান করেন। রামমোহনও শৈশবাবস্থায় আপন মহত্ত্বের অনেক পরিচয় দেন। কার্য্যানুরোধে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহন রায় আপন গ্রাম হইতে প্রায়ই স্থানান্তরে থাকিতেন। রামমোহনের লেখাপড়ায় প্রগাঢ় যত্ন ও অনুরাগ দেখিয়া তিনি তাঁহাকে আপন সন্নিধানে লইয়া যান। তৎকালে রামমোহনের বয়ঃক্রম পঞ্চ বৎসর মাত্র। ভাল লেখাপড়া পাইবেন, এই আশায় তিনি এরূপ অল্প বয়সে অবাধে মাতৃসন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার অনুগামী হইলেন। এ

বয়সেও মমতা তাঁহার নিকট হার মানিল। সেস্থানে একদা বাল্যস্বভাব-সুলভ গোসা করিয়া তিনি দুগ্ধপানে বিরত হন। সকলেই অনেক সাধ্যসাধনা করিল তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না, পরিশেষে জগন্মোহন আসিয়া তাঁহাকে যখন বলিলেন, যে—“যদি তুমি এরূপ কর তবে তোমার কিছুই লেখা-পড়া হইবে না, আর এখনিই তোমায় মায়ের নিকট পাঠাইয়া দিব।” রামমোহন তখন মহা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ পান করিয়া ফেলিলেন।

রামমোহন প্রথমতঃ অত্যন্ত বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। গৃহ-দেব-দেবী রাধা গোবিন্দের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ব্যতীত, তিনি, আর কিছুই জানিতেন না। কথিত আছে, মানভঞ্জন যাত্রা তিনি বাটীতে অভিনয় করিতে দিতেন না। বৃন্দাবন-বিহারী ভুবনেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র যে প্রিয়মহিষী রাধারাণীর পায় ধরিয়া কাঁদিবেন, ভুবনমোহনের শিখিপুচ্ছ, পীতধড়া যে ধুলায় ধূসরিত হইবে, ইহা ভারতের ভাবী ধর্ম্মসংস্কারকের চক্ষুশূল ছিল। আহা! যদি সেই মহাত্মা সাহস করিয়া ধর্ম্মের পবিত্র কুঠার গ্রহণ পূর্ব্বক একাকী ভারতের নিবিড় ভয়-সঙ্কুল কুসংস্কার-বনোচ্ছেদনে কৃতসঙ্কল্প না হইতেন তবে কে বলিতে পারে, ভারতের অধুনাতন অবস্থা এত দিনে কিরূপ দাঁড়াইত? ইহা, বোধ করি, কাহারও অবিদিত নাই যে কিরূপ ভয়ানক সময়ে তিনি এই পবিত্র কুঠার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার মাতার, পিতৃশাপ অনুক্ষণই হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তিনি স্বামীকে সর্ব্বদাই রামমোহনের ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ

যত্নশীল হইতে বলিতেন। রামকান্ত সচিব-শ্রেষ্ঠ ফুল ঠাকুরাণের বাক্যানুসারে রামমোহনকে হিন্দুধর্ম্মে বিশেষরূপ মর্ম্মজ্ঞ করিবার আশায় সংস্কৃত অধ্যয়নার্থ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করেন। এই ভাষায় তিনি হিন্দুধর্ম্মনীতি ও আইন পাঠে নিযুক্ত হন। এই অবস্থায়ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তিনি এত আশক্ত ছিলেন যে, বৈষ্ণবদিগের প্রধান ধর্ম্ম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। অগ্নি, তৃণকাষ্ঠ পাইলে, আর কতক্ষণ নিস্তেজভাবে থাকে? আর্য্যধর্ম্ম নীতির প্রকৃত রসাস্বাদন করিয়া রামমোহন প্রকৃষ্টপথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এক গ্রন্থ রচনা করেন। বলা বাহুল্য যে ইহাতে পৌত্তলিক মাত্রেই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিল। অতঃপর রামমোহনের বিষয় আর কিছুই গোপন রহিল না। ক্রমে কুলঠাকুরাণী ও সকল শুনিলেন—আর রক্ষা নাই। রামমোহনকে তিনি অবিলম্বে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। রামকান্ত রামমোহনকে প্রগাঢ় স্নেহ করিতেন বটে, কিন্তু ফুলঠাকুরাণের স্বামীর উপর যেরূপ আধিপত্য ছিল তাহাতে রামকান্তর সাধ্য হইল না যে রামমোহনের পক্ষে কোন কথা বলেন। যাহাহউক রাম মোহন এইরূপে পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে লামাপূজক তিব্বতদেশে উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তের এই স্থানটী যখন স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, তখন হৃদয়সাগরে যে কি অপূর্ব্ব ভাব-লহরী উদ্বেলিত হয়, বলা

যায় না। এরূপ নবীন বয়সে আশ্রয়-শূন্য হইয়া একাকী, পৌত্তলিকপূর্ণ বিদেশে তাহাদের ধর্ম্মের উপর আঘাত করা, কতদূর দুঃসাহসের কার্য্য, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। লোকের সাহস এক, এক বিষয়ে পরিণত হইয়া থাকে। তাঁহারা আপনাপন অভীষ্ট পথে আসিবার জন্য কোন বাধাই মানেন না। খ্রীষ্ট, গালিলিও ও সক্রেটিস্ প্রভৃতি অসাধারণ লোকেরা জীবন হারাইব জানিয়াও আপন অভীষ্টপথের রেখা মাত্র বাহিরে পদার্পণ করেন নাই। টস্কানীরাজ পরসেন্না রোম অধিকার করিলে পর, তদ্দেশীয় মুসস্ স্কিভোলা নামক জনৈক যুবক, কোন উপায়ে বিজয়ী রাজসমীপে উপনীত হন এবং রাজা ভ্রমে তদীয় জনৈক পারিষদকে হত্যা করেন। রাজা তৎক্ষণাৎ হত্যাকারীর প্রতি ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া বধের আজ্ঞা দেন। স্কিভোলা এবম্বিধ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া পার্শ্বস্থ প্রজ্জলিত হুতাশনে হস্ত প্রদান করিয়া দেখান যে, কোন যন্ত্রণাই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে না। পরসেন্না যুবকের সাহস দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করেন এবং রোম অধিকারে বিরত হন। এইরূপে জানা যায় সাহসই উন্নতির দ্বারস্বরূপ। রামমোহন রায় বলিতেন—"সাহস অবলম্বনই মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম"; এবং সেই সাহসের মুখ চাহিয়াই, ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি, নিতান্ত অসহায় অবস্থায়, সত্যের জন্য, পিতৃভবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামমোহন ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর, এইরূপে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। রামকান্ত এই কয়েক বৎসর কেবল হা-হুতাশে কাটাইয়াছিলেন।

তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"রামের জন্য যেমন দশরথের প্রাণ যায়, সেইরূপ আমার রামের জন্য বুঝি আমাকে প্রাণ দিতে হয়।" স্বামীর এ প্রকার ভাব দেখিয়া, ফুলঠাকুরাণী কতকটা সদয় হন এবং রামমোহনকে পুনরায় গৃহে লইয়া আসিতে অনুমতি করেন। অনন্তর রামকান্ত পরমাহ্লাদ সহকারে, পুনরায়, রামমোহনকে গৃহে লইয়া আইসেন। এই সময় রামমোহনের বয়স ২০।২১ বৎসর মাত্র।

রামকান্ত ভাবিয়াছিলেন, রামমোহন নানা কষ্টে পড়িয়া এবার বুঝি সম্যক্ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, অতঃপর পৌত্তলিক ধর্ম্ম বিরুদ্ধে আর উত্থিত হইবেন না। সুখের বিষয় তাঁহার পিতার সে অনুমান কোন কার্য্যের হয় নাই। তাঁহার সেই রামমোহন, সেই সত্যের কুঠার লইয়া, কুসংস্কার বনোচ্ছেদনে, কেবল অগ্রসরই হইতেছেন। পিতা পুত্র মধ্যে, এই সময়, নিয়তই প্রায় তর্ক-লহরীর বেগ চলিয়া যাইত। রামকান্ত কিছুতেই আর পুত্রকে, আপন অভীষ্ট পথে আনয়ন করিতে পারিলেন না। তাঁহার সকল কৌশলই নিষ্ফল হইল। অতঃপর ফুলঠাকুরাণী, আর কাহারও কথা শুনিলেন না। ভট্টাচার্য্যের শাপ স্মরণ করিয়া, জন্মের মত রামমোহনকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে এই রঙ্গস্থলে উভয় পক্ষেরই আপদের শান্তি হইল। রামমোহন, জীবিকা নির্ব্বাহের অনন্যোপায় না দেখিয়া, অগত্যা রাজ-সরকারে চাকরীর প্রার্থী হন। এবং রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রঙ্গপুর গমন করেন। কার্য্যদক্ষতা-গুণে, ক্রমে

তিনি এই কার্য্য হইতে দেওয়ানী পদে উন্নীত হন। তৎকালে বাঙ্গালীর পক্ষে উহাই সর্ব্বোচ্চ পদ ছিল। এই পদে থাকিয়া তিনি সচরাচর দেওয়ান নামে খ্যাত হন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই তাঁহাকে দেওয়ানজী বলিতেন। এখনও অনেককেই ঐরূপ বলিতে শুনা যায়। ইতিপূর্ব্বে রামমোহন আপনা আপনি সামান্যরূপ ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে, কার্য্যোপলক্ষে, অনেক সময়, ইংরাজদিগের সহিত, তাঁহাকে থাকিতে হইত। কার্য্যকুশল রামমোহন এই সুযোগে ইংরাজী ভাষা এক প্রকার আয়ত্ত করিয়া লন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। অতঃপর সকলেই অনুমান করিলেন এবার বুঝি রামমোহন, ঔদ্ধত্যভাব ত্যাগ করিয়া, সাংসারিক কার্য্যে মনোযোগী হইবেন। কিন্তু তাঁহা-দের সে অনুমিত জলবিম্ব জলেই মিশাইয়া গেল। রামমোহন পবিত্রপূর্ণ জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়াছেন, অপূর্ব্ব ব্রহ্মানন্দ রসে আপ্লত হইয়াছেন, আর কি তিনি নিবীড় তমোময় পথে প্রত্যা-বৃত্ত হন। এই সময়, রামমোহন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রঙ্গ-পুরের দেওয়ানী পদ পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিগুণতর অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে, পবিত্র কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, রামমোহন, এই সময়, ধর্ম্ম মাত্রেরই আভ্যন্তরিক কুসংস্কার সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য যে একারণ তাঁহার প্রতি সকলেই শত্রুভাব ধারণ করিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার স্কট্‌লণ্ড দেশীয় দুই তিনটী বন্ধু মাত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। রাম-

মোহন তাঁহার গর্ডন নামক জনৈক বন্ধুকে আপন জীবন-সম্বন্ধে যে এক পত্র লিখেন তাহাতে স্কট্‌লাণ্ড দেশীয়গণের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্বধর্ম্ম-প্রচারোপলক্ষে অতঃপর রামমোহন রাধানগর পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদ গমন করেন।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ আবশ্যক যে রায় বংশ বহু বিস্তৃত হওয়ায় অগত্যা ফুলঠাকুরাণী রাধানগরের সন্নিকট লাঙ্গল-পাড়া নামক গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে রামমোহনের অপর দুই ভ্রাতা কালগ্রাসে পতিত হন। এ দিকে রামমোহনেরত এই গতিক। বিশেষতঃ তিনি আবার ত্যজ্য পুত্র। প্রচলিত আইনানুসারে যদিও তিনি পিতৃ ধনের সম্পূর্ণ অধিকারী, তথাপি পার্থিব সুখে বীতরাগ, বিনয়ী রামমোহন আত্মীয় স্বজনের মনে কষ্ট দিয়া স্বহস্তে সকল গ্রহণ করিতে বিরত হন। মাতার এরূপ ব্যব-হারেও তিনি তাঁহার প্রতি কখন অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই এবং তাঁহার মাতৃভক্তি বরাবর সমভাবে ছিল। রংপুর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রামমোহন সর্ব্ব প্রথম মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রামমোহন আসিতেছেন শুনিয়া তিনি মহা কুপিতা হইয়া তাঁহার প্রতি নানারূপ তিরস্কার আরম্ভ করেন; তিনি রামমোহনের মুখ দর্শন কি তাঁহাকে স্পর্শ করিবেন না, অথচ রামমোহন তাঁহার পদধুলি লইতে ছাড়িবেন না। অপূর্ব্বদৃশ্য! রামমোহনকে এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞ দেখিয়া ফুলঠাকুরাণ বলিলেন "যদি আমাকে স্পর্শ করি-

বার বাসনা থাকে তবে অগ্রে গিয়া আমার গৃহ দেবদেবী রাধা গোবিন্দকে প্রণাম করিয়া আইস।" মাতৃবৎসল রামমোহন তৎক্ষণাৎ তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া ঠাকুরগৃহে গমন করিলেন এবং "আমার মাতার দেবদেবীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছি।" এই বলিয়া রাধাগোবিন্দকে প্রণাম করিয়া আসিলেন। মাতার মনে পাছে কোন বিষয়ে কষ্ট হয়, একারণ তিনি সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন, অতি সামান্য বিষয়ে পর্য্যন্ত তিনি দৃষ্টি রাখিতেন। জগন্মোহন রায়ের পুত্র গোবিন্দ প্রসাদকে তিনি রূপার পাত্রে আহার দেওয়াইতেন এবং আপন পুত্র রাধা প্রসাদের জন্য সামান্য পাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল।

এই সময় হইতে কিছু দিন তাঁহার মাতা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু রামমোহন সুস্থির থাকিবার লোক নন, তিনি আপন অভীষ্ট পথে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন। এই সময় তিনি পৌত্তলিকধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ গ্রন্থ রচনা ও তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করেন। রামমোহনের এবম্বিধ ক্রিয়া কলাপ দর্শনে ফুলঠাকুরাণ পুনরায় মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রামমোহনের নব পুত্রবধূ ও বধূদ্বয়কে আপন আবাস হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। এই সম্বন্ধে একটী গল্প এ স্থলে বিবৃত হইতেছে। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন চিকিৎসকের আদেশানুসারে একদা রাম মোহন পাঁঠার মাংসের সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া পান করেন। কোন সুযোগে ফুলঠাকুরাণ তাহা দেখিতে পাইয়া মহাগোলযোগ আরম্ভ করেন এবং স্বয়ং রায় বংশস্থ সকলের বাটী গিয়া এই

বলিয়া আসিলেন যে "তোমরা সকলে সতর্ক হও, রামমোহন খ্রীষ্টান হইয়া ঘরে থাকিয়া কুখাদ্য আরম্ভ করিয়াছে। চল, সকলে মিলিয়া তাহাকে আমার ভিটা হইতে বাহির করিয়া দেই। সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইয়াছে।" যাহা হউক রামমোহন জননীর এ প্রকার আচরণে অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া মাতার বাটীর সন্নিকট কোন একস্থানে বাস করিবার মানস করেন। কিন্তু সমস্ত কৃষ্ণনগর মাতার অধিকার ভুক্ত, তিনি হিন্দু-ধর্ম্মদ্বেষী ত্যজ্য পুত্রের জন্য কেনই বা বাসোপ-যোগী ভূমি দান করিবেন। ফুলঠাকুরাণী তখন একমাত্র পুত্র রামমোহনকে কৃষ্ণনগর হইতে একেবারে দূরীকৃত করি-বার ইচ্ছা করেন; কিন্তু তিনি আশানুরূপ ফল লাভে বঞ্চিতা হন। রামমোহন জন্মভূমি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক হইয়া মাতার বাটীর সন্নিকট রঘুনাথপুর নামক গ্রামে অগত্যা এক সুবিস্তীর্ণ শ্মশান ভূমির উপর বাস স্থাপন করেন এবং বাটীর সম্মুখভাগে একটী মঞ্চ নির্ম্মাণপূর্ব্বক—"ওঁ তৎসৎ একমেবা-দ্বিতীয়ং" এই কয়েকটী অক্ষর তাহার চতুঃপার্শ্বে খোদিত করেন। সেই স্থানটী ভারতীয় ধর্ম্ম-সংস্কারকের ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার স্থান ছিল। তিনি কলিকাতা হইতে বাটী গমন করিয়া এবং প্রত্যা-বৃত্ত হইবার কালীন উল্লিখিত মঞ্চটী সর্ব্বাগ্রে প্রদক্ষিণ করিতেন। অদ্যাপিও উহার ভগ্নাবশেষের কতক কতক তদীয় রঘুনাথপুরের বাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মঞ্চটী দেখিয়া একদা তদীয় কনিষ্ঠা স্ত্রী উমা দেবী কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? রামমোহন উত্তর করেন—

"গাভী সকল নানা বর্ণের, কিন্তু দুগ্ধ সকলের একবর্ণ—নানা মুনির নানা মত, অতএব সত্য পথ আশ্রয় করাই সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম।" তৎকৃত ও অনুমোদিত ব্রহ্মসঙ্গীত মাত্রেরই শেষে "সত্য আশ্রয় কর" ইত্যাদি কথা প্রতিভাত হইতেছে।

রামমোহনের এই নব-নির্ম্মিত বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম তখন বিশ বৎসর।*

অতঃপর জমীদারী কার্য্যনিচয় সকলই পূর্ব্বের ন্যায় তখনও তাঁহার মাতার অধীনে রহিল। তিনি জমীদারী কার্য্য প্রভৃতি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া অতি সুচারুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এ দেশীয় জমীদারী কার্য্যসকল যেরূপ জটিল ও তাহাতে যেরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহাতে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক সময় কত পুরুষকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় একটী বঙ্গীয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধিমত কার্য্য সম্পাদন কত দূর কঠিন বিষয় বলা যায় না। কথিত আছে, ফুলঠাকুরাণী গৃহ-দেবদেবী রাধাগোবিন্দ ও অসংখ্য শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া জমীদারী কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাম-মোহন এই সময় কলিকাতায় আসিয়া একটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। এবং তাঁহার জন কয়েক স্ববংশীয় তাঁহার সহিত যোগ দেন।

---

* রামমোহনের মধ্যমাস্ত্রী শ্রীমতী দেবীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে, রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ।

তাঁহার স্বজন মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তদীয় ভাগিনা গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। রামমোহন তাঁহাকে প্রগাঢ় স্নেহ করিতেন। গুরুদাস মুখোপাধ্যায় কতকটা উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন, কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না; রামমোহনের প্রতি তিনি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। একদা কোন লোক রামমোহনের নামে একটা অশ্রাব্য গীত রচনা করে। নিম্নে তাহার আস্থায়ীটী মাত্র দেওয়া গেল; অবশিষ্টাংশ অতীব অশ্লীল ও শ্রুতি-কটু—"সেতের নিকেস, রামমোহন রায়, বিদ্যের নিকেস করেছে; হদ্দ এক নিকেসের ফর্দ্দ উঠেছে" ইঃ—গুরুদাস তাহা জানিতে পারিয়া ঐ ব্যক্তিকে বিশেষরূপ শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হন। রামমোহন কোন সুযোগে তাহা শুনিতে পাইয়া গুরুদাসকে আপন সন্নিধানে ডাকাইয়া পাঠান। গুরুদাস তখন ক্রোধে কম্পিত কলেবর, রামমোহন তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ দিয়া বলিলেন "দেখ ইংরাজেরা কত শত ভয়ানক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তবে ভারত অধিকারে কৃতকার্য্য হন। আর বিশেষ জানিবে যে বিপদ সম্পদের মূল, যন্ত্রণা সুখের পথ প্রদর্শক,—আলোকময় পথে সহজেই যাওয়া যায়, কিন্তু অন্ধকার উত্তীর্ণ হইয়া যিনি যাইতে পারেন তিনিই মহৎ নামের উপযুক্ত। যে যাহা বলুক না কেন তাহা শুনিবার প্রয়োজন কি আপন পবিত্র অভীষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত না হইলেই হইল।" গুরুদাস এই সকল কথা শুনিয়া ওরূপ অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হন।

রামমোহনের তিন বিবাহ। প্রথমে তিনি বর্দ্ধমানের অন্তঃ

গাঙ্গী কুড়মন পলাশী নামক গ্রামে বিবাহ করেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে পিত্রাজ্ঞানুসারে পুনরায় তিনি পর পর দুইটী দার পরিগ্রহ করেন। এস্থলে রামমোহনকে অনেকেই বহু বিবাহের সপক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারেন? কিন্তু তিনি সে বিষয় হইতে অনেক দূরে ছিলেন। তিনি সকল প্রকার কুসংস্কারেরই সংশোধনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বাল্যকালে আপনার সম্বন্ধে কি করিতে পারেন? তিনি বহুবিবাহের বিপক্ষে গবর্ণমেণ্টে এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। প্রসিদ্ধ মিষ্টার বিটন তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে "ওরূপ করিলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মের উপর আমাদের হস্তক্ষেপ করা হয়।" সুতরাং গভর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে আর কিছু করেন নাই। ইহার কিছুদিন পরে বিটনসোসাইটি স্থাপিত হয়; মিষ্টার বিটন তখন প্রকাশ্য মিটিংতে বলেন "যে বহুবিবাহসম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের দরখাস্তের বিপক্ষে কার্য্য করিয়া আমি যে পাতক করিয়াছি, এই বিটনসোসাইটী প্রতিষ্ঠা করিয়া অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলাম।" আশ্চর্য্যের বিষয় রামমোহনের বিপক্ষে যাঁহারা ছিলেন, কিছুদিন পরে কোন না কোন রূপে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

রাম মোহন সম্বন্ধে সমাজ লইয়া যেরূপ গোল হয় তাহার কতকটা এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে রাম মোহন ব্রাহ্মধর্ম্মধ্বজা উত্থিত করিয়া হিন্দুসমাজে পতিত হইয়াছিলেন। এদেশের অবনতির একটী প্রধান কারণ দলাদলি। এই দলাদলির গোলে পড়িয়া কত লোককে কত যন্ত্রণা

কত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে বলা যায় না। কৌলীন্যপ্রথা যেমন মঙ্গলাশায় প্রবর্ত্তিত হয়, দলাদলিরও সেইরূপ সদভিপ্রায় ছিল। দলাদলির অপরার্থ সমাজশাসন। সমাজস্থ কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহাকে সম্যক্‌ শিক্ষা দেওয়াই দলাদলির মুখ্য উদ্দেশ্য। কৌলীন্য ও দলাদলির এরূপ সদভিপ্রায় থাকিলেও কালের মাহাত্ম্যগুণে অথবা ভারতের মৃত্তিকা দোষে সকলেই বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। দেশের ত এই গতিক, এ অবস্থায় এ দেশে একতার অবস্থান কেবল বাক্যেই পরিণত হইয়া থাকে। অধুনাতন প্রকৃষ্ট সমাজবিশেষে যদিও এ সকল ঘৃণেয় ব্যাপার অতি বিরল; কিন্তু রামমোহনের সময় মনে হইলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। দলাদলির প্রভাবে তাঁহার জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মে যোগ দেওয়া ত দূরের কথা, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেও লোকে সে সময়ে জাতিভ্রষ্ট হইত। কিন্তু কে কোথা দেখিয়াছে যে শিথিল বালির বাঁধ নদীর গতিরোধে সমর্থ হইয়াছে? সে সময়ে এমন কে ছিল যে, রামমোহনকে নিরস্ত করিতে পারে?

কৃষ্ণ নগরের সন্নিকট রামনগর গ্রাম নিবাসী রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি চারিপাঁচ সহস্র লোক লইয়া একটা দল করে। কথিত আছে এই ব্যক্তি রামমোহনকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের, রামমোহন রায়ের উপর আক্রমণই প্রধান কার্য্য ছিল। অতি প্রত্যূষে ইহারা তাঁহার বাটীর সম্মুখে আসিয়া অবিরত কুক্কুট ধ্বনি করিত ও সন্ধ্যাকালে গোহাড় প্রভৃতি তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া নানা-

বিধ অত্যাচার করিত। রামমোহন ইহাঁদিগকে ওরূপ অন্যায় কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক সদুপদেশ প্রদান করেন; "কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" তাহারা তাঁহার বিনয় নম্রতার বিভিন্ন চিত্র লইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর রূপে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। তাহাদের এত অত্যাচারেও রামমোহন আর দ্বিরুক্তি করেন নাই। বিনয়ের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! পরিশেষে তাহারা "বোবার শত্রু নাই" এই ভাবিয়া নিরস্ত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন সুতীক্ষ্ণ অসি লইয়া দেশ জয় করেন; রামমোহন ধৈর্য্যাস্ত্র প্রভাবে লোকের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের বিবাহে জাতি লইয়া এক মহা গোল উপস্থিত হয়। কিন্তু রামমোহনকে জাতি-ভ্রষ্টের ভয় দেখাইয়া দমন করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। যাহা হউক পরিশেষে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ইড়পাড়া গ্রাম নিবাসী জনৈক বর্দ্ধিষ্ট ব্যক্তি রামমোহনের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রাধা প্রসাদকে আপন কন্যা সমর্পণে স্বীকৃত হন। অতঃপর মহা সমারোহে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিপক্ষ দল ভাবিয়াছিল যে রামমোহনের ও তাঁহার আশ্রিত জন কয়েকের মধ্যে আদান প্রদান বন্ধ করিবে; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। ইহাতে বিপক্ষ দলের আর দুঃখের সীমা পরিসীমা ছিল না। তাহাদের হিংসা ও বিদ্বেষ হরত রামমোহনের নামে "সুরাই মেলের কুল, তার বাড়ী খানাকুল, ওঁতৎসৎ দ্বারে

দিয়ে কচ্চে হলুস্থূল” এইরূপ দুই একটী গীত রচনাতে পরিণত হইয়াছিল। নীচ লোকের ইহা ব্যতীত গাত্রদাহ নিবারণের আর উপায় কি? এখন সমাজের সেরূপ দুরূহ ভাব বড় একটা নাই—এখন ভারত সংস্কৃত হইয়া আসিয়াছেন, বিজ্ঞানের প্রভাবে জ্ঞানের উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিতেছেন, অজাতশ্মশ্রু একটী বালকও দর্শন বিজ্ঞান লইয়া আজ কাল মহা ব্যতিব্যস্ত। বিজ্ঞান-সভা, সংস্কারকসভা, স্ত্রীশিক্ষাসভা ভারতপঙ্কোদ্ধারে রত—তখন আর ভাবনা কি? এসকল উন্নতির যে এক একটী অঙ্গ তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে ইহার ভিতর প্রকৃত কার্য্য অতি অল্পই দেখা যায়। ভারতের ভাব চিরকালই পরিবর্ত্তনশীল; এখন আবার আর একরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে এখন স্বেচ্ছাচার ও আত্মাভিমানে সকল পরিপূর্ণ। স্বজাতিপ্রেম, একতা এসকলের নাম গন্ধও নাই। এতদুভয়ের সমষ্টি যাহা সংশোধনে সমর্থ শত দর্শন শত বিজ্ঞানের সাধ্য নাই যে তাহার শতাংশের একাংশও সাধন করিতে পারে। রামমোহন রায় বলিতেন—ধর্ম্মই সকল উন্নতির দ্বারস্বরূপ;—আত্মানুসন্ধান কর ও ধর্ম্মের অনুগামী হও কোন অভাবই থাকিবে না। তিনি কত কষ্ট ও কত যন্ত্রণাভোগ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু একমাত্র বিশ্বাস ও ধর্ম্মের বলে তিনি সকল কার্য্যক্ষেত্রেই বিজয় লাভ করিয়া গিয়াছেন। কতঝড় কত স্রোত তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে কিন্তু মহাবল রামমোহন সকল সময়েই সমভাবে ছিলেন কিছুতেই তাঁহার

অটল ভাব তিরোহিত হয় নাই। পরিতাপের বিষয় ধর্ম্মবন্ধন এখন অতীব শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—বিশ্বাস পলায়নপর—নাস্তিকতার অধিকার; এমন অবস্থায় দেশের উন্নতি কামনা বিড়ম্বনা মাত্র। একদা কোন ব্যক্তি নাস্তিকতা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইয়া রামমোহনের নিকট উপস্থিত হন। তৎসম্বন্ধে রামমোহন তাহাকে সহজ কথায় যাহা বলেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে—ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে এক অভাবনীয় তেজ হইতে সকল উৎপন্ন—এই তেজের অংশ অবশ্যই সকলেতে কিছু না কিছু গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছে। ব্যোমযান, জলযান, কলের গাড়ী, তারের সংবাদ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকল মনুষ্যকৃত কিন্তু মনুষ্য যে তেজের মূল হইতে উৎপন্ন, তাহা যে কিরূপ তাহা বর্ণনাতীত। প্রশ্নকর্ত্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—ভাল তাহাই স্বীকার করিলাম কিন্তু সে তেজকে জানিবার উপায় কি? উত্তর—অগ্রে আপনাকে জানিতে চেষ্টা করিলে তবে সেই তেজের কতক পরিচয় পাওয়া যায়—আপনাকে না জানিয়া সে তেজকে জানিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তবে এই মাত্র জানাযায় যে সে তেজ জ্ঞানময়—কেন না সৃষ্ট মাত্রেই নিগূঢ়ভাবে পূর্ণ—মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষায় স্পষ্টই প্রতীত হয় যে দেহের প্রত্যেক অংশে কারণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং মূলতেজ জ্ঞানময়। অতঃপর প্রশ্নকর্ত্তা পরম আহ্লাদিত হইয়া পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

যখন প্রেসিডেন্সী কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব হয়, তখন

আসিল। রামমোহন স্ত্রী-বিয়োগে শোকান্বিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ-রসে রসজ্ঞ ব্যক্তির সে দুঃখ ক্ষণ-স্থায়ী মাত্র। তিনি অভয়-দাতার অভয়-নাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া গীতারম্ভ করিলেন।——

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।" ইঃ—

শ্রীমতী দেবীর মৃত্যুর পর রামমোহন কৃষ্ণনগর গমন করিয়া তদীয় চিতার উপর একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন অদ্যাপিও উহার ভগ্নাংশের কতক কতক দেখিতে পাওয়া যায়।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্রের একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার এক মাস পরেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ঐ মৃতদেহ তিনি একটী বাক্সমধ্যে রাখিয়া আপন উদ্যান মধ্যে প্রোথিত করেন। দুঃখের বিষয় তিনি এ দেশের দাহসম্বন্ধে আর বিশেষ কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

রামমোহনের ক্রিয়াকলাপের উপর অনেকেরই দ্বেষচক্ষু পতিত হয়, একারণ তাঁহাকে দমন লালসায় কি হিন্দু, কি খৃষ্টান কি মুসলমান সকল সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগম হইত। কাষ্ঠের ভিতর হইতে যেমন অগ্নি বাহির হয়, সেইরূপ রাম-মোহন তাহাদের শাস্ত্রই বজায় রাখিয়া তাহার গূঢ় প্রদেশ হইতে পবিত্র ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বাহির করিয়া দিয়া তাহাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। রামমোহন ধর্ম্মের জন্য আত্ম-ত্যাগ করিতেও অপ্রস্তত ছিলেন না। এই ভয় তাঁহার সর্ব্বদাই

ছিল পাছে হৃদয়-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায়-বিশেষে পরিণত হয়; পাছে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার বা একটা আমোদের দ্রব্য হইয়া উঠে। এই কারণে তিনি বেদবিধি অবলম্বন করেন। রামমোহনের কার্য্যের মধ্যে একটী অদ্ভুত গুণ ছিল—তাঁহাকে সকল সম্প্রদায়ীরাই আপনাপন সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। তাহার কারণ এই যে, রামমোহন কাহাকেও শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অণুমাত্র অবজ্ঞা ছিল না; তবে খৃষ্টীয় সমাজ তাঁহাকে যে ভাবে অঙ্কিত করেন অন্যান্য সম্প্রদায়ীরা ততদূর করিতে সাহস করেন না। তাহারা তাঁহাকে খৃষ্টান বলিতেছেন। কিন্তু তিনি যে কিরূপে খৃষ্টান হইলেন তাহার সামান্যরূপ প্রমাণ কোথায়ও পাওয়া যায় না। তথাপি তাঁহাকে খৃষ্টান বলিতে হইবে—এবড় আশ্চর্য্যের কথা! ব্রাহ্মণ পুত্র রীতিমত যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলে যেমন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয় না, সেইরূপ খৃষ্টানদের মধ্যে ব্যাপ্টাইজের রীতি প্রচলিত আছে—কেবল রীতি কেন? উহা না হইলে আবার মুক্তি নাই। কই রামমোহনত কোথাও ব্যাপ্টাইজ হন নাই। যদি খৃষ্টধর্ম্ম তিনি এতই সার ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন তবে অবশ্যই কোথাও না কোথাও ব্যাপ্টাইজ হইতেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ রামমোহন সে পথ হইতে বহু দূরে ছিলেন। মৃত্যু শয্যায়ও তাঁহার উপবীত দেখা গিয়াছিল। এ অবস্থায় তাঁহাকে খৃষ্টান বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। স্বীকার করি, তিনি খৃষ্টের উপদেশ গুলিকে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। এই বলিয়া যদি

তাঁহাকে খৃষ্টান বলা হয় তবে "তথাস্তু" বলিয়া এই স্থলে নিরস্ত হওয়া গেল।

তিনি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মূল অন্বেষণ করিবার নিমিত্তই গ্রীক, লাটিন, আরবী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি কোরাণ, বাইবেলের আদি গ্রন্থ হইতে মূল সত্য বাহির করিয়া এক পরব্রহ্মের সত্যতা প্রতিপন্ন করেন। ইহা কেনা স্বীকার করিবেন যে, কেবল আপনার বলিয়া নয়, সকল শাস্ত্রকেই রামমোহন সমচক্ষে দর্শন করিতেন। বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতির অতিরঞ্জিত আড়ম্বরভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যের ভাগ নিখাত করিয়া তিনি কেবল ভারতের কেন, সমস্ত জগতের পরম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন; তৎকৃত "Precepts of Jesus." এবং আরব্যভাষায় "তোহপতুলমা আহিদিন" ইত্যাদি পুস্তক ইহার প্রকৃত প্রমাণস্থল।

রামমোহনের আর একটী অসাধারণ গুণ ছিল। তিনি বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন বটে, ঈশ্বর-কৃপায় তাঁহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু ভ্রমেও কখন তিনি আপন সম্পত্তির গৌরবে মুগ্ধ হইতেন না। রাজপ্রসাদ পর্ণকুটীর তিনি সমজ্ঞান করিতেন। তাঁহার নিকট দরিদ্র বা ধনীর বিভিন্নতা ছিল না। একদা বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন; এই সময় তাঁহার আর একটী বন্ধুও উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য যে, রামমোহন উভয়কেই সমান আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার এই সকল বিনয়ী অমায়িক স্বভা-

বেই তাঁহাকে সেই ভয়ানক সময়েও সকলের নিকট যশস্বী করিয়া তুলিয়াছিল। রামমোহন বিশেষ জানিতেন যে, ধনগৌরবে মোহিত হওয়া নীচমনার কার্য্য ও ধর্ম্মসংস্কারক গণের পক্ষে উহা সর্ব্বনাশের মূল। সুতরাং এই সকল নীচ প্রবৃত্তি হইতে উচ্চমনা রামমোহন বহুদূরে অবস্থান করিতেন।

রামমোহনের বিলাত গমন বাসনা এই সময় হইতে প্রবল হইয়া উঠে। তখন প্রায়ই তিনি সারকিউলার রোডস্থ তাঁহার উদ্যান-বাটীতে একাকী থাকিয়া বিদ্যানুশীলনে দিনপাত করিতেন। এস্থলে একটী দোল্‌না তাঁহার বসিবার আসন ছিল। একদা তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে "উপবেশনের এত সরঞ্জাম থাকিতেও কি সামান্য একটা দোল্‌না আপনার এত প্রিয় হইল?" রামমোহন ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন "ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ছেলেকে বিলাত যাইতে হইলে অনেক রকম শিক্ষা করিতে হয়। ছয় মাস কাল যে জাহাজে যাইতে হইবে এখন হইতেই তাহা অভ্যাস করা যাইতেছে।" এস্থলে কতকগুলি রহস্যের অভিনয় হয় তাহার কয়েকটী নিম্নে দেওয়া গেল।

একদা এক ব্রাহ্মণ কোন বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া কোন এক দেবীর নিকট "হত্যা" প্রদান করেন। তাহাকে স্বপ্নে এই আদেশ হয় যে, যদি সে তাহার স্বগ্রাম নিবাসী জনৈক নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধ তেলীর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে তবে এ বিষম রোগের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে। ব্রাহ্মণ মহা বিপদে পড়িলেন—কিরূপে যজ্ঞোপবীতধারী হইয়া নীচ জাতির অন্ন ভক্ষণ

করেন আর হিন্দু সমাজেই বা তাহার কি দশা করে ? ব্রাহ্মণ ইতঃস্তত করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক বড় বড় মহা নগরের অধ্যাপকের ব্যবস্থা চাহিলেন কেহই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ ইতি কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রামমোহনের নিকট গমন করেন ও আপন বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করেন। রাম-মোহন সমস্ত অবগত হইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "ঐ বৃদ্ধ তেলী কি আপনার বিশেষ অনুগত ?" ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলেন যে সে পুরুষানুক্রমে তাহাদের প্রজা ও অতীব অনুগত। রামমোহন পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, ব্রাহ্মণ সঙ্গতিপন্ন লোক কি না ? ব্রাহ্মণ তাহাও স্বীকার করেন। তখন রামমোহন বলিলেন "বৃদ্ধ তেলীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের উপায় এখানে নাই, অবিলম্বে জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া অবাধে তিনি আপন অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন।,, রামমোহন এরূপ ভাবুক ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বয় পূর্ণ ছিলেন যে সকল কার্য্যই তিনি আপন নখাগ্রে দেখিতেন।

টাকীর প্রসিদ্ধ কালীনাথ মুন্সি রামমোহনকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও তাঁহাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। একদা কোন ব্যক্তি কালীনাথ বাবুর নিকট একটী শঙ্খ বিক্রয়ার্থ আসে। এই শঙ্খের ভয়ানক গুণ—উহা যাহার নিকট থাকে তাহার আর কিছুরই অভাব থাকে না—কমলা অচলা হইয়া সেই গৃহে অবস্থান করেন। শঙ্খের এবম্বিধ আশ্চর্য্য গুণ শুনিয়া কালীনাথ বাবু উহা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। ঐ

শঙ্খের পাঁচশত টাকা মূল্যও ধার্য্য হইল। কালীনাথ বাবু শঙ্খ বিক্রেতাকে রামমোহনের নিকট লইয়া গেলেন এবং পরম আহ্লাদ সহকারে তাহার নূতন শঙ্খের অদ্ভুত গুণ ও মূল্যের বিষয় সকল শুনাইলেন এবং এবিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। রামমোহন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবগত হইয়া উত্তর করিলেন যে "সমস্ত জগত যাহার জন্য হাহাকার করিতেছে, যিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতার অভীষ্টদেবী—সেই কমলাকে যদি পাঁচ শত টাকার বিনিময়ে দৃঢ়বন্ধনে গৃহে রাখাযায় তবে ইহা অপেক্ষা আর কি আছে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কেবলমাত্র পাঁচশতটাকা পাইয়াই কেন শঙ্খবিক্রেতা আপন চিরলক্ষ্মী দিতেছে! তবে কি পাঁচশত টাকাই অচলা কমলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল? তখন কালীনাথ বাবু ও তাঁহার পারিষদবর্গের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং আর বাক্য ব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ অচলা কমলা বিক্রেতাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিচিত জনৈক মহা-পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ তাহার পূজার ফুলের অভাব হওয়ায় তাঁহাকে জানান। দ্বারকানাথ বাবু তাঁহাকে রামমোহন রায়ের পুষ্পোদ্যানে যাইতে বলেন। ব্রাহ্মণ তাহাতে কুপিত হইয়া বলিলেন যে "সে মহাপাতকী, তাহার নামে পাতক—এমন চণ্ডালের উদ্যানে আমায় যাইতে বলেন?" পরে দ্বারকা নাথ বাবু তাহাকে বিশেষ বুঝাইয়া রামমোহনের কথিত উদ্যানে পাঠাইয়া দেন। এই স্থানে অনেকেই আসিয়া ফুল লইয়া যাইত, কেবল নির্দ্দিষ্ট এক স্থানের ফুল তুলিবার নিষেধ ছিল; ব্রাহ্মণ সেই স্থানেরই পুষ্প

চয়নে প্রবৃত্ত হন। সেখানে রক্ষকগণ তাঁহাকে নিবারণ করিলে পর তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন যে, "আমার ন্যায় লোক যে এই পাতকীটার উদ্যানে পদার্পণ করিয়াছে ইহাই ধন্য বলিয়া না মানিয়া আবার নিবারণ করিতেছিস্ ?" অদূরে থাকিয়া রামমোহন সকল শুনিতে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বলিলেন "কেন ঠাকুর এত উষ্ণ হইয়াছেন? আর বলুন দেখি আমি কিসে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলাম ?" ব্রাহ্মণ সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ও অপর পক্ষ রামমোহন—উভয়ের মধ্যে তখন ঘোর তর্ক আরম্ভ হইল—উভয়েই অনাহারী থাকিয়া বিষম তর্কে সমস্ত দিবস কাটাইলেন; পরিশেষে ব্রাহ্মণ ফুলের সাজি দূরে নিক্ষেপ করিয়া গুরু সম্বোধনে রামমোহনের পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি সশঙ্কিত হইয়া মহাসমাদরে ব্রাহ্মণের হস্তধারণপূর্ব্বক একত্রে ভোজন করিতে গেলেন। অনেকে বলেন ইনিই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।*

একটী ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে তদীয় সেই উদ্যান-শালায় আসিয়া পূজার্থ পুষ্প লইয়া যাইতেন। একদা ব্রাহ্মণ একটী বৃক্ষের উপর আপন গাত্র বস্ত্র রাখিয়া অপর এক বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক পুষ্প চয়ন করিতেছেন, ইত্যবসরে রামমোহনের সঙ্কেতানুযায়ী তদীয় জনৈক ভৃত্য ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাহার গাত্র বস্ত্র লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ পুষ্প লইয়া অভিলষিত স্থানে আসিয়া দেখেন বৃক্ষোপরি গাত্রবস্ত্র নাই।

* রামমোহন রায় কৃত "ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারের চূর্ণক" নামক পুস্তক এই বিচারের সারভাগ।

ব্রাহ্মণ ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে রামমোহন তথায় উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা দেবজানিত লোক কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় সেই একজন প্রধান ব্রহ্মজ্ঞানীর উদ্যানে আসিয়া আমার একমাত্র শীত বস্ত্রটা হারাইলাম! রামমোহন ব্রাহ্মণকে সান্তনা করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্র বস্ত্র আনাইয়া দিলেন এবং বলিলেন "ভৃত্য ভালমনেই আপনার বস্ত্রখান লইয়া সাবধানে রাখিয়াছিল, যাহাহউক এখন সন্তুষ্ট হইলেন ত?" ব্রাহ্মণ তখন মনে ভাবিলেন রামমোহন বুঝি তাঁহাকে দান করিলেন; এই ভাবিয়া কর্কশস্বরে কহিলেন "আপনার ধন ফিরিয়া পাইলাম তাহাতে আবার তুষ্ট কি?" রামমোহন বলিলেন "এ পুষ্পগুলি কাহার, এবং এগুলি লইয়াই বা কি করিবেন?" ব্রাহ্মণ পূর্ব্বমত তীব্রস্বরে কহিলেন "কেন দেবতার পুষ্প, দেবতারই তুষ্টার্থে সমর্পণ করিব।" বাক্‌পটু রামমোহন ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক পুনরপি কহিলেন "তবে ঠাকুর! যাঁহার ধন তাঁহাকে দিলে কি তিনি খুসী হন?" এই ব্রাহ্মণও কালে আর্য্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রধান ধর্ম্ম-সংস্কারকের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। রামমোহন এই উপায়ে অনেক লোককে পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ছিলেন; তিনি বিদ্যোৎসুককে বিদ্যাদান করিয়া, বিষয়ীর বিষয় বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, দরিদ্রের অন্নের উপায় করিয়া দিয়া এবং ধর্ম্মানুসন্ধিৎসুকে জ্ঞানযোগ দিয়া পবিত্র পথে আনয়ন করিয়াছিলেন।

রামমোহন যথাসাধ্য জন্মভূমিকে বিবিধ ভূষায় বিভূষিত

করিবার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন একতাই জাতীয় উন্নতির মহৎ উপায়, কিন্তু ধর্ম্মই একতা। সমস্ত ভারত এক সত্য ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, এক মনে এক তানে সুবিস্তীর্ণ ভারতের চারিধার হইতে এক মাত্র পরব্রহ্মের জয়ধ্বনি উত্থিত হইলে, কি জানি চিরঅভাগিনী ভারত-ভাগ্যে কি ঘটে। রামমোহন ব্রাহ্মগণের মধ্যে "ভ্রাতৃ" শব্দ প্রচলিত করেন। এবং সমাজে সকলেই এক প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিত হইবেন ইহা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। সে সময়ে ব্রাহ্ম মাত্রেই চোগা, চাপকান পায়জামা প্রভৃতি পরিধান করিয়া সমাজে উপনীত হইতেন। অধুনাতন এরূপ কোন প্রথার প্রচলন দেখিলে অনেকে "হায় অনুকরণ সর্ব্বনাশ" এই স্বরে নিশ্চয় গগণমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহারা ভ্রমেও একবার বিবেচনা করেন না যে প্রকৃষ্ট সমাজের অনুকরণ না করিলে উন্নতি প্রত্যাশা অল্পই করা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" ইহাতে স্পষ্টই অনুকরণ বিধি প্রতীত হইতেছে। অথবা শাস্ত্র অন্বেষণেরই বা আবশ্যক কি? ক্ষণেককাল জাতীয় বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাপন বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে জিজ্ঞাসা করিলেই অনুকরণের কি মহদভিপ্রায় তাহা সহজেই প্রত্যক্ষীভূত হইবে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কি অবস্থা ছিল তাহার একটী আনুমানিক চিত্র প্রদর্শন করিয়া যাহা না হইবে, জাতিবিশেষের মহত্ব প্রত্যক্ষ দৃষ্টি-গোচর করিলে তাহার সহস্রগুণ ফলের সম্ভাবনা। এক পরিধেয় বস্ত্র লইয়া অনুকরণের উপর এরূপ

সাংঘাতিক আঘাত যদি এসময়েও দেখা যায় তবে আর উপায় কি আছে? ভিন্ন-দেশীয় বস্ত্র পরিধানে দেশের মহা অনিষ্ট করা হইল, উন্নতি-পথে কণ্টকার্পিত হইল, ভারতের মলিন মুখ আরও শুখাইয়া গেল, চারিধার ছাই ভস্মে পূর্ণ হইয়া গেল—এইরূপ বিদ্বেষ-পূর্ণ বাক্য প্রকাশে দেশের মঙ্গল না হইয়া কেবল অশুভ ফলই ফলিতেছে। যতদিন বিদ্বেষ, স্বেচ্ছাচার, আত্মগৌরব এদেশে থাকিবে ততদিন চারিধার গরলপূর্ণ থাকিবেই থাকিবে। এ অবস্থায় অমৃতের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

দেশের কি ধর্ম্মসংস্কার কি বিদ্যানুশীলন কি রাজনীতি সকল বিষয়েই রামমোহনের বিশাল হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার নির্ম্মাতা ধরিতে গেলে রামমোহনরায়ই সর্ব্ব প্রথম আমাদের গণনা-পথে সমুদিত হইয়া থাকেন। তৎকৃত গৌড়ীয় ভাষায় ব্যাকরণ, ভুগোল, খগোল প্রভৃতি এদেশের পাঠোপযোগী গ্রন্থনিচয় তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কোন সুবিখ্যাত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "রামমোহন রায়, ডেভিড্ হেয়ার ও ডাক্তার ডফ না থাকিলে এদেশে বিদ্যা-চর্চ্চার এতাধিক উন্নতি হইত কি না সন্দেহ।" তিনি ধর্ম্মসভায় যেমন ধর্ম্মনীতিবেত্তা, রাজসভায় তেমনি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। এখানে কেনা স্বীকার করিবেন যে রামমোহন আর্য্যধর্ম্মের মোহিনী শক্তি প্রভাবেই এতদূর উন্নত হইয়া ছিলেন। কালে সকলেই লয় পাইবে কিন্তু মহাত্মা রামমোহনের গুণ-জ্যোতিঃ আর কোন কালে নির্ব্বাপিত হইবার নয়।

রামমোহন রায়ের উপর ইংরাজদিগের কিরূপভাব তাহা মান্যবরা মিস্ কার্পেন্টার কৃত "Last days in England of Raja Ram Mohun Roy, নামক পুস্তকে বিশেষ লিখিত আছে। এস্থলেও কতকগুলি লোকের বিষয় লিখিত হইল। ভারতের নাম শুনিলে যাহার শরীরস্থ প্রতি লোমকূপ হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা বাহির হইত, সেই মেকলে পর্য্যন্ত রামমোহনের সহিত আলাপ করিবার জন্য লোলুপ হইয়াছিলেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায় তাঁহার পরিবারস্থ বালকদিগের ডভ্‌টেন কলেজে শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডফের পরামর্শ চান। ডাক্তার ডফ এ বিষয়ে তাঁহাকে যে এক পত্র লিখেন তাহার এক স্থানে লিখিত ছিল যে "আপনার মহামান্য পিতার মহৎ নাম আমার অন্তঃকরণে চিরকালের মত খোদিত আছে।" সভ্যতার আকরভূমি ইউরোপে ও আমেরিকাখণ্ডে এখনও এই মহাত্মার পবিত্র নাম সকলের অন্তঃকরণে সমভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কয়েক বৎসর গত হইল, রামমোহনের জনৈক বংশীয় ব্রিস্টলের মিউজিয়মে উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত তাঁহার পরম বন্ধু অধুনাতন প্রসিদ্ধ জেকবহোলিওও ঐ স্থানে গমন করেন। এই স্থানে রাজার সুন্দর একটী চিত্র আছে। তাঁহাদিগের ঐ স্থানে পৌঁছিবার অব্যবহিত কাল পরেই মিউজিয়মের অধ্যক্ষ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন। তিনিও হোলিওর এক জন বন্ধু। হোলিও রামমোহনের বংশীয়ের পরিচয় তাঁহাকে দিবার জন্য বলেন—"দেখিতেছেন ইনি কে?"

তৎপরে তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইল। অধ্যক্ষ মহা আহ্লাদিত হইয়া বলেন যে, "রাজার চিত্র এখানে আছে বলিয়া আমরা আপনাদিগকে অহঙ্কৃত মনে করি।" অনন্তর সেখান হইতে তাঁহারা ষ্টেপ্‌লটন গ্রোভ দেখিতে যান; সেখানে মেজর বিক্‌নেল নামক এক ব্যক্তি* তাঁহাদিগকে বলেন—"সেই অসাধারণ রাজার চিত্র কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই অন্তঃকরণে এখনও সমভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে, উহা আর কোন কালে বিলুপ্ত হইবার নয়।" রামমোহন রায়ের বিশ্বাস ছিল যে, আমরা সকলেই এক অমৃত-পুরুষের সন্তান।† তিনি কি ভারত, কি ইংলণ্ড, কি স্কটলণ্ড সকল দেশকেই সমচক্ষে দেখিতেন। ভারতবর্ষের বিষয় যেমন তিনি পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করেন, সেইরূপ আয়র্লণ্ডের পক্ষেও ত্রুটী করেন নাই। বলা বাহুল্য যে এই সকল অসামান্য গুণেই অদ্যাপিও তিনি স্বদেশ বিদেশ পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন।

রামমোহন যে অসামান্য গুণে আপন পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানিতেন অধুনাতন অতি অল্প-সংখ্যক লোককে সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে দেখা যায়। তিনি পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি-লালসায় কখন কাহারও দ্বারস্থ হন নাই, অথচ তাঁহার নাম শুনিলে বিদেশীয়গণ পর্য্যন্ত অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার কার্য্যের মধ্যে এরূপ সুশৃঙ্খলতা

---

* সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি হাফেজের কবিতাগুলি ইনিই ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

† Fatherhood of God and brotherhood of man.

ছিল যে একদা সুসভ্য ইংরাজগণকেও তৎপ্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আশা ছিল ভারতের ভবিষ্যদ্বংশ তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন সকলেতেই তদ্বিপরীত ভাব লক্ষিত হইতেছে। এখন ভারত এমনি বিচিত্র ভাব ধারণ করিয়াছেন যে প্রকৃত লোকের সংখ্যা অঙ্গুলি মাত্রে গণনা করাযায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয় উৎসাহ অভাবে ক্রমে ঐ অল্প সংখ্যারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতা তাঁহাদিগকে যাঁহাদের করন্যস্ত করিয়াছেন তাঁহাদের যদি এ সম্প্রদায়ের উপর কণামাত্র কৃপাদৃষ্টি থাকিত, যদি তাঁহারা প্রকৃত উৎসাহ পাইতেন তাহা হইলে জন-সাধারণেরও প্রকৃত শিক্ষা লাভ হইত এবং ঐ সকল লোককেও অন্নাভাবে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইত না।

পরিণামদর্শী রামমোহন দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা এক প্রকার জানিতে পারিয়াছিলেন। একারণ তিনি নানা উপায় অবলম্বন করেন। হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হইলে পর তিনি স্বদেশের শিক্ষা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি অন্যের উপর কোন বিষয় নির্ভর করিয়া সুস্থ থাকিবার লোক ছিলেন না। একারণ আপন ব্যয়ে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এদেশীয় বালকবৃন্দকে যথার্থ নীতি শিক্ষা দেওয়াই উক্ত বিদ্যা-লয়টীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দুঃখের বিষয় সেটী অনেক দিন হইল জলবিম্বের ন্যায় জলেই মিসিয়া গিয়াছে।

অনেকেরই বিশ্বাস রামমোহন রায় স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী

ছিলেন কিন্তু যাঁহারা গোগারলী নামা জনৈক খৃষ্টীয় মহিলার নাম শুনিয়াছেন তাঁহারা কখনই একথা বলিবেন না। অন্তঃপুর শিক্ষাসম্বন্ধে গোগারলী রামমোহন কর্ত্তৃক বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন। রামমোহন বলিতেন "সমাজের উৎকর্ষ সাধন পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ আবশ্যক।" কিন্তু তাই বলিয়া যে অধুনাতন অপরিণামদর্শী কতকগুলি লোকের ন্যায়, কুলকামিনীদিগকে লইয়া, যেখানে সেখানে গমনাগমন করিতে হইবে তাহা তাঁহার মতে কদাচ ন্যায় সঙ্গত বলিয়া উক্ত হয় নাই। যে দেশ পরাধীন সে দেশের মহিলাগণকে স্বাধীন করিতে যাওয়া, কোন্ সহৃদয় সমাজহিতৈষী না গর্হিত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিবেন? যদি ভারতের প্রধান সমাজ সংস্কারকের এবিষয়ে কিছু মাত্র মত থাকিত তবে অবাধে তিনি আপন পরিবার মধ্যে এই অপূর্ব্ব প্রথার প্রচলন করিতে পারিতেন। স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষসমর্থণকারী অনেকে বলিয়া থাকেন যে এদেশীয়দিগের ইংরাজ দলের সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এটী যে তাঁহাদের মহদ্ভ্রম তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গিবন কি বলেন তাহা স্মরণ আবশ্যক। ইংরাজদিগের রীতিনীতি বিশেষ না জানিয়া, তাহাদের ন্যায় স্বদেশ গৌরব রক্ষায় যত্নশীলতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণ শিক্ষা না করিয়া, ফল কথা সর্ব্বতোভাবে তাহাদের ন্যায় শিক্ষিত না হইয়া এসকল বিষয়ে হস্ত নিক্ষেপ করিতে যাওয়া আর বৃক্ষশাখায় উপবেশনপূর্ব্বক সেই ভাগ কর্ত্তন করা উভয়ই সমান।

রামমোহন উপবীত ধারী ছিলেন বলিয়া অনেক উন্নতিশীল অনেক কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, উপবীত ত্যাগ না করিলে ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যে প্রবেশাধিকার থাকে না। একারণ তাঁহারা উপবীত ভস্ম করিয়া, কেহ কেহবা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সকল জঞ্জাল একেবারেই মিটাইয়া দেন। উপবীত রাখা যে এত দূর গর্হিত কার্য্য তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

আজকাল 'কার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু উপবীত যে উৎকৃষ্ট শিক্ষাদায়ক তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উপবীত ধারণ করিয়া দেহ সংস্কার হইলে পাপপথে ঘৃণা উৎপাদন হইবে—লোকের মন দৃঢ়রূপে ধর্ম্মের পবিত্র সূত্রে আবদ্ধ হইবে, উপবীতের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেকে আপন আবাস গৃহমধ্যে পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি সকল রাখিয়া থাকেন; খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে দেখা যায় অনেকেই খৃষ্টের "ক্রশ' অঙ্গের কোন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সকলের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে সংসারের নানা রূপ প্রলোভন মধ্যে থাকিয়াও পবিত্র ভাব অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে। আমাদের সামান্য উপবীতেরও তাহাই উদ্দেশ্য। যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার কালে যে সকল উপদেশ দেওয়া হয়, উপবীত তাহার চিহ্ন স্বরূপ থাকিয়া সেই সকল পবিত্র উপদেশ স্মরণ করিয়া দিবে এই কারণেই আর্য্য ঋষিগণ উপবীত ধারণের বিধি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই। উপবীত ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম লইয়া মহা আড়ম্বর

করা ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সমাজ লইয়া একটা গোলযোগ করার আবশ্যক? ঈশ্বর অমৃতময়—যেরূপ ভাবে থাকিয়াই কেন তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করা যায় তাহাতেই হৃদয় পরিতৃপ্ত ও স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া থাকে।

মহাত্মা রামমোহন যখন এই পবিত্র পথের পথিক হন তখন তাঁহার ধর্ম্মাড়ম্বর প্রভৃতি কিছু মাত্র থাকে নাই। নূতন কোনরূপ দেখিলে সাধারণ লোকে প্রায়ই ভীত হইয়া থাকে। রামমোহনের সময়েও তাহাই ঘটিয়া ছিল। তাহারা তাঁহার পবিত্র পথে অনেক বিঘ্ন দেয়; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুদিন পরে সকলই আবার স্থির ভাব ধারণ করিয়া ছিল। তাঁহার শত্রু তাঁহার মিত্র হইল। এমন কি তাঁহার জননী পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হন। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে রামমোহনের কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার ছিল না। সমাজ কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করে কিন্তু স্বেচ্ছাচার ভাব ধারণ করিয়া তিনি কখনই সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল মাত্র সত্যের উপর নির্ভর করিয়া রামমোহন পবিত্র পথ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। তাঁহার নাম করিলে এখন একজন মহা পৌত্তলিকও বলিবেন যে তিনিই যথার্থ পবিত্র ছিলেন। আজকাল সকলেই বিপরীত। এক্ষণে সমাজ ত্যাগ করাই অনেকে বীরত্বের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

খাদ্য সম্বন্ধে ও রামমোহনকে অনেকেই অনেক কথা বলেন কিন্তু তিনি কোনরূপ অন্যায় প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তদীয় ইংলণ্ড বাসিনী বন্ধু মিস্ হেয়ার রামমোহনের জনৈক

বংশীয়কে কথায় কথায় বলিয়া ছিলেন যে "গো মাংস বলিলে অন্য কথা দূরে থাকুক রাজা উহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না।" স্বেচ্ছাচার ও আত্মশ্লাঘা তিনি হৃদয়ের সহিত দ্বেষ করিতেন। রামমোহন অদ্যাপি জীবিত থাকিলে ভারতের ভাব যে কিরূপ দাঁড়াইত তাহা কল্পনানেত্রে বারেক দর্শন করিয়া ও হৃদয় অনুপম আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকে।

রামমোহনের রংপুরের দেওয়ানী পদ লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সংস্কার যে তিনি উৎকোচ লইতেন। যে রামমোহন পিতৃধনের সমস্ত অধিকারী হইয়াও তাহা হইতে দূরে থাকিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ধর্ম্মের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে সন্ন্যাসীর ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, হৃদয় সর্ব্বস্ব ধর্ম্মের জন্য যিনি আত্ম ত্যাগ করিতেও অপ্রস্তুত ছিলেন না সেই রামমোহনের নামে এরূপ কলঙ্কার্পণ কতদূর ন্যায় সঙ্গত তাহা সুহৃদয়গণেরই বিবেচনার স্থল; এ বিষয়ে আমাদের অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। তৎকালে কলেক্টরগণের দেওয়ানদের জন্য বেতন ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট হইতে যে নিয়মে নজর গ্রহণের ধার্য্য থাকে, তিনি তাহাই মাত্র গ্রহণ করিতেন। অন্যান্য দেওয়ানগণ যেরূপ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন রামমোহন তাহার দশ অংশের এক অংশও করিতে পারেন নাই। অর্থ বিষয়ে তিনি যেরূপ নিস্পৃহ ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক্ষণে এ বিষয়ের একটী সুন্দর গল্প এ স্থলে বিবৃত হইতেছে;—বর্দ্ধমানের রাজা তেজ চাঁদের পুত্র প্রতাপ

চাঁদের মৃত্যু হইলে পর তিনি পুত্র শোকে একান্ত কাতর হইয়া পড়েন। এই সময় রাধাপ্রসাদ বাবু কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমানে থাকিতেন। তাঁহার অঙ্গ সৌষ্টব অনেকটা প্রতাপ চাঁদের ন্যায় ছিল। রাজা তেজ চাঁদ কোন সুযোগে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পুত্র শোকে একেবারে অধীর হইয়া উঠেন এবং রাধাপ্রসাদ বাবুর নিকট আপন আমাত্য ও পারিষদ-বর্গকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দেন যে যদি বাবু রাধাপ্রসাদ, রাজা তেজচাঁদের নিকট, অবস্থান করেন তবে রাজা তেজ চাঁদ তাঁহাকে আপন অর্দ্ধেক সম্পত্তির এখনিই দান পত্র লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন এবং অপরার্দ্ধ ও তাঁহার কর্ত্তৃত্বা-ধীনে থাকিবে। রাধাপ্রসাদ বাবু প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠান যে পিত্রাজ্ঞা ব্যতীত তিনি এ বিষয়ের বিশেষ কোন উত্তর দিতে পারেন না। তাঁহার (রাধাপ্রসাদ বাবুর) এরূপ বলিবার কারণ এই যে বর্দ্ধমানাধিপের সহিত রায় বংশের বহু দিন হইতে ঘোর বিবাদ—বর্দ্ধমানাধিপ রামকান্তকে নানা-রূপ বিপদগ্রস্থ করিয়া ছিলেন ; এ কারণ রামমোহন বর্দ্ধমানের রাজার নাম পর্য্যন্ত করিতেন না। রাধাপ্রসাদ তাহা বিশেষ জানিতেন। যাহা হউক তিনি রাজা তেজচাঁদের বিশেষ অনুরোধে লিপি সংযোগে রাজা রামমোহনের এ বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। পুত্রের পত্র প্রাপ্তে রামমোহনের স্বাভাবিক প্রশান্তমূর্ত্তি বিপরীত ভাব ধারণ করিল; তিনি রাধাপ্রসাদকে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে যদি তিনি (রাধা-প্রসাদ বাবু) বর্দ্ধমানের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন

তবে সেই দিবস হইতে তাঁহার ত্যজ্য পুত্র হইলেন। রাধাপ্রসাদ পিতার অভিমত কার্য্যই করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই ঘটনায় রামমোহন পরমাহ্লাদিত হইয়া রাধাপ্রসাদকে সস্নেহালিঙ্গন দিয়াছিলেন।*

অনেকানেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রবল অর্থলিপ্সা দেখিয়া রামমোহন বড়ই চিন্তিত হইতেন। এই দলের মধ্যে যাহার সহিত তাঁহার পরিচয় হইত, তিনি সদুপদেশ দিয়া তাহাকেই পবিত্রপথে আনয়নের চেষ্টা করিতেন। প্রসিদ্ধ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়কো তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি (রামমোহন) তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বলিতেন—"দেবতা-ধূর্ত্তৈ জগত বঞ্চিতঃ।"

কোন উচ্চ পদবীর ইংরাজের সহিত রাধাপ্রসাদ বাবুর কোন কারণে ঘোর বিবাদ হয়। একে বাঙ্গালীর সহিত ইংরাজের বিবাদ, তাহাতে আবার সেই ভয়ানক সময়—"মণি কাঞ্চন যোগ!" রাধাপ্রসাদ ভয়ানক বিপদে পতিত হইয়া পিতাকে কোন উপায় করিতে লিখেন, আর তিনি যে বাস্তবিক নির্দ্দোষী তাহাও তাঁহাকে জানান। রামমোহন সমস্ত অবগত হইয়া পুত্রকে প্রত্যুত্তরে এই বলিয়া পাঠান যে, "যদি তুমি বাস্তবিক

---

* রাজা রামমোহন রায়ের সহিত বর্দ্ধমানের রাজার বিবাদ পরে শেষ হইয়াছিল। রাজা তেজচাঁদ স্বয়ং তাঁহার নিকট আসিয়া এ বিবাদ ঘুচাইয়া যান।

† প্রায় দুই বৎসর হইল ইনি পরলোক গত হইয়াছেন।

নির্দ্দোষী হও, তবে আর আমার অন্ত কোন উপায় করিবার আবশ্যক কি? বিচারে তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ আবশ্যক। আর যদি তুমি যথার্থ দোষী হও, তবে তাহার অবশ্য ফল ভোগ করিবে। আমি, আমার ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্য কোন উপায় কদাচ করিব না।" অতঃপর বিচারে রাধাপ্রসাদ বাবুর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হয়। তিনি জয়ী হইয়া পিতৃসন্নিধানে আগমন করিলে পর, রামমোহন তাঁহাকে সস্নেহালিঙ্গন দিয়াছিলেন।

বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম তিনিই উত্থাপন করেন; কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় পান নাই। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয় এবং তৎপর বৎসর তিনি দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক মহামান্য সহকারে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড গমন জন্য তাঁহার দৌত্যপদে নিযুক্ত হন। এবং স্নেহাস্পদ পালক পুত্র রাজারাম রায় রামরতন মুখোপাধ্যায় রামহরি দাস ও জনৈক রজক সমভিব্যাহারে লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় উপনীত হইয়া তিনি যে সকল কার্য্য সম্পাদন করেন তাহা আর বিজ্ঞ সমাজের অবিদিত নাই। সুতরাং ঐ সকলের পুনরুল্লেখে নিরস্ত হওয়া গেল।

ইংলণ্ড গমন কালীন একদা ভারত সাগরে তাঁহাদের জলযান ঘোর ঝড়ে মহা ভয়ানক অবস্থায় পতিত হয়। এসময়ে সকলকেই জীবনাশায় এক প্রকার জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল। রামমোহন তখন সহচর বর্গকে লইয়া ঈশ্বরের উপাসনায়

নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে রামরত্ন * যে একটী গীত রচনা করেন তাহা নিয়ে প্রকাশিত হইতেছে :—

ওহে কোথায় আনিলে,——
আনিয়ে জলধি মাঝে তরঙ্গে তরী ডুবালে।
কোথা রইলে মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণ প্রিয়ে রইলে কোথা বন্ধু সকলে।
চতুর্দ্দিক নিরাকার, নাহি দেখি পারাপার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে ॥

এই অসাধারণ ব্যক্তি ভারতকে শোকসাগরে ডুবাইয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭ শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড নগরীর অন্তঃপাতী ব্রিষ্টল নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন।†

---

* রামমোহনের সহিত যাঁহারা ইংলণ্ড গমন করেন তাঁহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আপন নামের যোগে নাম রাখেন। রামরত্নের পূর্ব্বনাম—শম্ভু এবং রামহরি দাসের পূর্ব্বনাম—হরিদাস।

† ইতি পূর্ব্বে আর্য্যদর্শনে রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের কিয়দংশ প্রচারিত হয়। এক্ষণে তাহাই পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল। শ্রীনঃ—

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণকার্য্য এক প্রকার শেষ হইলে পর, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কৃত "রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত" প্রকাশিত হয়। উহার ১২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, "রামমোহনের একটী বাজারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ "তোলা" সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। প্রপীড়িত ব্যাপারিগণ রামমোহন রায়ের নিকট এবিষয়ে এক দরখাস্ত করে। রামমোহন তৎক্ষণাৎ পুত্রকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার মুখে সমুদয় অবগত হইয়া কপালে করাঘাত পূর্ব্বক বলিলেন, "হা পরমেশ্বর! এই সকল দুঃখী লোক সামান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া উদরান্নের সংস্থান করে, ইহাদের উপরেও অত্যাচার!" নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, এই বিষয় তিনি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছেন। আমরা বিশেষ জানি যে এ ঘটনাটীর কোন মূল নাই; প্রমাণস্বরূপ তাঁহার সম্বন্ধে একটী গল্প নিম্নে দেওয়া গেল।

জমীদারগণ স্ব স্ব জমীদারী মধ্যে দলীলশূন্য কোন জমী থাকিলে তাহা মালভুক্ত করেন। অনেক রাইয়ত এইরূপ জমী লুকাইয়া ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক উহা জমীদারের প্রাপ্য বিষয়। একারণ অনেক জমীদার আপনাপন জমীদারী মধ্যে জরীপদ্বারা এইরূপ লুকান জমী বাহির করিয়া থাকেন। রামমোহন রায়ের জমীদারী মধ্যে এইরূপ অনেক জমী থাকে। ঐ সকল জমী যখন জরীপ করার প্রস্তাব হয়, তখন রাধাপ্রসাদ ঐ সংক্রান্ত কাগজ পত্র এই বলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন যে—"দুঃখী লোকের 'উঃ'—এই শব্দের সহিত যে অগ্নিবৎ নিশ্বাস বাহির হইবে, তাহাতে আমার সমস্ত বিষয় একেবারেই পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে।"*

অনেক জমীদার স্ব স্ব জমীদারী মধ্যে জরীপ করেন, কিন্তু রামমোহনের জমীদারী মধ্যে জরীপের প্রথা একাল পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

*ভরসা করি, নগেন্দ্র বাবু রাজার জীবন চরিতের দ্বিতীয় সংস্করণে এই বিষয় সংশোধন করিয়া লইবেন। শ্রীনঃ—

---

* কথিত আছে—জগন্মোহন রায়ের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় বাজারে "তোলা" সংগ্রহের প্রস্তাব করেন।